মেহেরপুরে দলীয় সমর্থনে প্রার্থীদের দোড়ঝাপ

করোনা ভাইরাস মহামারির শেষ কবে বিশ্ব জুড়ে এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। এর মধ্যেই দেশে সময় ঘনিয়ে আসছে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের।

আইন অনুযায়ী আগামী বছরের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের আগে ইউপি নির্বাচন শুরু করতে হবে, আর শেষ করতে হবে জুনের আগেই। বর্তমানে দেশে ৪ হাজার ৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। ২০১৬ সালের ২২ মার্চ, শুরু হয়ে কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শেষ হয় ঐ বছরের ৪ জুন।

আইন অনুযায়ী কোনো ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এই হিসাব অনুযায়ী, আগামী বছরের মার্চে যেসব ইউনিয়ন পরিষদের পাঁচ বছর মেয়াদ হবে, সেসব ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে, এ বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে আগামী বছরের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে। আর যেসব ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ আগামী বছরের জুনের প্রথম দিকেই শেষ হবে, সেসব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শেষ করতে হবে এ বছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে আগামী বছরের মে মাসের মধ্যে।

ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ ও নির্বাচন শুরুর সম্ভাব্য হিসাব করলে ভোটের এখনো ২ থেকে ১০ মাস বাকি। তবে মেহেরপুরের নবগঠিত দুই ইউনিয়ন মিলে মোট বিশটি ইউনিয়নে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন সম্ভাব্য চেয়ারম্যান ও সদস্য (মেম্বার) প্রার্থীরা। এই তোড়জোড়ের ব্যাপকতা দেখা যায় এবারের কোরবানির ঈদেও। নির্বাচন সামনে রেখে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কেউ কেউ একাধিক গরু জবাই করে বিলি করেছেন এলাকার ভোটারদের মধ্যে। নানা সমীকরণে ভোটের মাঠে প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে এমন ভোটারদের বাড়িতে কেউ কেউ গরু কিনেও পাঠিয়েছেন। এখানেই থেমে থাকছেন না সম্ভাব্য প্রার্থীরা। তাদের তৎপরতা দেখলে মনে হতে পারে, আর কদিন পরেই যেন ভোট। ইউপি নির্বাচন সামনে রেখে বাড়ি, পাড়া-মহল্লা, হাট-বাজার ও রাজনৈতিক কার্যালয়গুলো এখনই প্রায় সরগরম। কোথাও কোথাও শুরু হয়ে গেছে নগদ অর্থের ছড়াছড়ি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

পৌর নির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে বিএনপি

করোনাভাইরাসের মহামারীর মধ্যেই শুরু হচ্ছে তৃণমূলে নির্বাচনী হাওয়া। আগামী ডিসেম্বরে দুই শতাধিক পৌরসভায় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকারসহ সব নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে দলটি। এক্ষেত্রে ২০ দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মতামত নেয়ার সম্ভাবনা কম।

তবে ভোটের মাঠে জোটগতভাবে অংশ নেবে দলটি। ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে জোট ও ফ্রন্টের নেতারা।

এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণার পর বিএনপির তৃণমূলে চাঙ্গাভাব সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের অনেকেই মাঠে নেমে পড়েছেন। করোনাভাইরাস উপেক্ষা করে দলীয় নেতাকর্মী ও স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শুরু করেছেন তারা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানা উপায়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেতে অনেকে কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয়ভাবেও নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে।

সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যারা ত্যাগী, তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।

বিএনপির নীতিনির্ধারকরা বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা নেই। নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন নষ্ট করে দিয়েছে।

তাদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আগামী নির্বাচনেও অতীতের মতো কারচুপি হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমন আশঙ্কার পরও নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন কতটা নিচে নামতে পারে, তা জাতি দেখুক। এর পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে

নেতাকর্মীদের মধ্যেও একটা চাঙ্গাভাব তৈরি হবে। সাংগঠনিকভাবে দলে গতি আসবে। সবকিছু বিবেচনা করেই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তবে সেটা দলীয় না জোটগতভাবে করব, সেই সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদের পাঁচটি আসনের উপনির্বাচনে আমরা দলীয়ভাবে অংশ নিচ্ছি। দলীয়ভাবে অংশ নিলেও ভোটের মাঠে জোট ও ফ্রন্টের শরিকদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়ে তারা আমাদের প্রার্থীর পক্ষে মাঠে নামবে বলে আশা করি। সেজন্যই তো জোট ও ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে।

গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নেয় বিএনপি। ২০ দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে ভোটে অংশ নেয় দলটি। ওই নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের ভরাডুবি হয়।

নির্বাচনের পর থেকে জোট ও ফ্রন্টের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বিএনপি জোট ও ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার চেয়ে নিজ দলের দিকে বেশি নজর দেয়। সাংগঠনিকভাবে দলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়।

শুধু তা-ই নয়, এককভাবে নির্বাচনেও অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দলটি। দলীয়ভাবে দেয়া হয় প্রার্থী। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ উপনির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী দেয়া হয়।

সর্বশেষ পাঁচটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনেও দলীয়ভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় দলটি। ইতোমধ্যে পাবনা-৪ আসনের দলীয় প্রার্থীর নামও ঘোষণা করা হয়েছে।

বাকি চারটি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারও নেয়া হয়েছে। এসব আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার আগে জোট ও ফ্রন্টের নেতাদের মতামতও নেয়া হয়নি। সূত্র জানায়, আগামী দিনে পৌরসভা নির্বাচনেও এই ধারা অব্যাহত রাখবে দলটি।

দলীয়ভাবে পৌরসভাগুলোয় ধানের শীষের প্রার্থী দেয়া হবে। বিএনপির

দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের ৬৮ ও ৬৭তম সভার কার্যবিবরণীতে এ নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর একদিনে সারা দেশে ভোট হলেও এবার একাধিক দিনে ভোটগ্রহণের চিন্তাভাবনা চলছে। সেক্ষেত্রে জানুয়ারিতেও নির্বাচন গড়াতে পারে।

পৌরসভাগুলোর তথ্য চেয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে ইসি। করোনাভাইরাস সংক্রমণ সত্ত্বেও পৌরসভা নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত রয়েছে কমিশনের।

অপরদিকে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও আগামী মার্চের শেষ বা এপ্রিল থেকে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। এবারও কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদে ভোটগ্রহণ হতে পারে। সুত্র-যুগান্তর

জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে গতকাল বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খান খোকন।

এ সময় উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র অন্যতম নেতা সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম লাল, সিনিয়র নেতা শফিকুল আলম লিটন, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মিজানুর রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর

রহমান রানা, মামুনুর রশিদ, মেহেদী হাসান, তরিকুল ইসলাম, শাহিন, ছাত্রদল নেতা রুবেল হোসেন, রিমন হোসেন, মাহমুদ হাসান কবির, আক্তারুজ্জামান সহ অত্র ইউনিয়নের সকল নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত সকলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সুসংগঠিত করার লক্ষে সকলকে এক হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি: গয়েশ্বর

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি। যে কারণে পিলখানা হত্যাসহ হাজারো ঘটনাকে তারা হজম করতে পেরেছে। কিন্তু যৌবনে এই শক্তিকে স্বাভাবিক মনে হলেও পরবর্তী জীবনে এর খেসারত দিতে হয়। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি কমিউনিকেশন সেল, বিএনআরসি পরিচালক ও প্রধান সমন্বয়ক সাবেক এমপি জহির উদ্দিন স্বপনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইতিহাস বিকৃতির অপতৎপরতা রুখতে হবে’ শীর্ষক এ সভার আয়োজন করা হয়।

গয়েশ্বর বলেন, ১৫ আগস্ট রক্তাক্ত ইতিহাসে সুবিধাভোগী হয়েছিল আওয়ামী লীগই। তখনকার ইতিহাসে ওই রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিরাই পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ওই সময়ে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তিনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলেছিলেন। তিনি কাউকে সমর্থন জানাননি। তিন বাহিনী প্রধান খন্দকার মোশতাকের শপথ অনুষ্ঠানে গেলেও তিনি যাননি। এরপরও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রাজনীতিতে তাকে হেয় করার জন্যই ওই ঘটনায় তাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। ইতিহাস বিকৃতি করছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জাভেদ মাসুদ মিল্টন আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যার কারনে আসতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি এসে এই পরিবাবের সাথে দেখা করবেন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় আক্তারুজ্জামানের পরিবারকে ২লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সুজন দলের সবাইকে এই পরিবারের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।

খালেদার মুক্তির মেয়াদ ৬ মাস বাড়ছে

বিরোধীদল বিএনপির চেয়ারপার্সন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর অভিমত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়।আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার পুরোন শর্তে তার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করার পক্ষে এই মত তারা দিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদনে স্থায়ীভাবে তার মুক্তি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় স্থায়ী মুক্তির আবেদন বিবেচনা করেনি। এছাড়া বিএনপি নেত্রীকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানোর বিষয়ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল।

তবে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে তারা এই আবেদনে চান নাই। এছাড়া তারা স্থায়ী মুক্তির আবেদন করেছিলেন। সেখানে আমরা আইনগত দিক থেকে সাজা ছয় মাস স্থগিত করে এই সময় পর্যন্ত তার মুক্ত থাকার মেয়াদ বাড়ানোর মতামত দিয়েছি।’

তিনি বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের এই মতামত তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি পাঠানো হবে।

খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ শে মার্চ শর্ত সাপেক্ষে সরকারের নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে ছয় মাসের জন্য সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল।

খালেদা জিয়া দুর্নীতির মামলায় দুই বছরের বেশি সময় জেল খাটার পর সেই দিনই মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি এখন যে মুক্ত আছেন সেই মুক্তির মেয়াদ আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে গত ২৫ শে অগাস্ট শামীম ইস্কান্দার পরিবারের পক্ষ থেকে স্থায়ী মুক্তি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল।

এখন সেই আবেদনের ওপর আইন মন্ত্রণালয় তাদের মতামত পাঠালো। আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এটি প্যারোল বা জামিন মুক্তি নয়। ফৌজদারি কার্যবিধিতে সরকারের যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতাবলে সাজা স্থগিত করে এই মুক্তির বিষয় এসেছে।

২০০৮ সালে বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। দশ বছর পর ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মামলার রায়ে তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়। তবে পরে হাইকোর্ট সেই সাজা বাড়িয়ে দশ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আলাদা আয়োজনে দলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় পৌর বিএনপি’র আয়োজনে শহরের পায়রা চত্তরে পৌর বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে পৌর বিএনপি’র আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র

সালাহ্উদ্দীন বুলবুল সিডলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব ফারুক হোসেন খোকন, যুগ্ন-আহ্বায়ক ফারুকুল আলম শেখা, যুগ্ন-আহ্বায়ক রুস্তম কবির, যুবদল নেতা ফয়েজ আহমেদ তুফান, যুবদল নেতা ইমদাদুল হক সহ পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

অন্যদিকে উপজেলা বিএনপি’র আয়োজনে শহরের মেইন বাসস্টান্ডের অস্থায়ী কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান খাঁন লাভলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক, সাবেক ছাত্র নেতা আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান শান্টু, মোহাম্মদ আলী, লিয়াকত আলী, আশরাফ আলী, ইউপি সদস্য মইদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম ভূইয়া, যুবদল নেতা সাইফুল ইসলাম মিন্টু, হাফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা এম এ মামুন সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা-কর্মীরা।

পরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত সহ দল ও দেশের মঙ্গল কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। শেষে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কেক কাটা হয়।

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে মাস ব্যাপী ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়।

টেকনোলজি এম পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড

রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকব) প্রকল্পের আওতায় আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে এক মাস মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষেদেও চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী প্রমুখ।

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যলয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলনসহ দোয়া ও আলোচনা সভা শেষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আঃ রশিদের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল হোসেন তোয়া, আরিফ জাহাঙ্গীর রাজা, পৌর যুবদলের আহবায়ক ও পৌর কাউন্সিলার হযরত আলী, পৌর বিএনপি নেতা মজনু রহমান, পৌর কাউন্সিলার আপিল মাহমুদ, হাবিবুর রহমান হবি, সাবেক কাউন্সিলার হাসান ,রায়হান নবী, খালেক,আশরাফ আলী, আমান হোসেন, রফা, বিএনপি নেতা বদর উদ্দিন বাদল, আয়ুব হোসেন, হাফিজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম,

রফিউল ইসলাম, সেলিম হোসেন,রেজাউল, মতিয়ার, জাহাঙ্গীর, আতিয়ার রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান সোনা, সালাম, মিজান, বাশার মেম্বার,

ডাঃ মিজান, আলী হোসেন, টিপু মেম্বার, আমিনুল, জাফির মেম্বার, যুবদল নেতা আলতাফ, সাইফুল, সরোয়ার, রানা, সমসের, শিলন, মন্টু, আবুল,হাসানুজ্জামান, কাশেম,লাল, মিজান, ভুট্টু, সাইফুল, মিজান, শামীম, জিয়া, ইনামুল, বাবু, সুমন, মামুন, শাহিন,আরজ,নাজমুল ,জাহাঙ্গীর,কানন, জুলফিক্কার, মজিদ, সালাম মেম্বার, বকুল পৌর যুবদল নেতা, আনার হোসেন,

রাশেদিন, বাহার, রাজ্জাক, রবগুল, মোমিন, আরজ, সামাউল,মিঠু, আলফাজ, শুকুর, সাকের, হাকিম, শাজামাল, জাহাঙ্গীর, ইনাম, আরিফ, সান্টু, উপজেলা ছাত্রদল, মামুন পারভেজ, জ্যাকি, মাজেদ, রুবেল, তুহিন, শাহিন,রাসেল,পৌর ছাত্রদল নেতা , রাসেল, মুরাদ জন, আলামিন ,সম্রাট, নাজমুল, শাওন, সবুজ, তবিবুর, আফ্রিদি,কলেজ ছাত্রদল নেতা, রুমান, মুরাদ ছোট, ইমন, নাহিদ, হাসান, স্বাধীন প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ও ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন ।